প্রথম আলো সোমবার, ২১ এপ্রিল ২০০৮

### কর্মশালায় সমস্যা নিয়ে আলোচনা

# বিদ্যুৎ খাত সংস্কারে জনস্বার্থ সংরক্ষণে নাগরিক উদ্যোগ

বিশেষ প্রতিনিধি

দেশের বিদ্যুৎ খাতের সংস্কার কার্যক্রম যাতে জনস্বার্থের অনুকূল হয়, সে লক্ষ্যে কাজ করার জন্য একটি নাগরিক উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। এ উদ্যোগের উদ্বোধনী কর্মশালায় বিদ্যুৎ খাতের দুরবস্থা, সংস্কারে ধীর গতি এবং নাগরিক দুর্ভোগের নানা দিক আলোচিত হয়।

রাজধানীর মহাখালীর ব্র্যাক সেন্টারে গতকাল রোববার অনুষ্ঠিত এ কর্মশালায় প্রধান অতিথির বক্তৃতায় এনার্জি রেগুলেটরি কমিশনের (বিইআরসি) চেয়ারম্যান গোলাম রহমান বলেছেন, মানুষের দৈনন্দিন জীবনে বিদ্যুৎ সমস্যা বিরাট বিভ্রাট সৃষ্টি করেছে। বিদ্যুৎ উৎপাদনে গ্যাসের সরবরাহ স্বল্পতায় এ সমস্যা তীব্রতর হয়েছে।

শুধু গ্যাসনির্ভর না থেকে কয়লাভিত্তিক এবং পরমাণু বিদ্যুৎকেন্দ্র স্থাপনের প্রক্রিয়া শুরু করা উচিত বলে উল্লেখ করে গোলাম রহমান বলেন, সামর্থ্য থাকলে গ্যাস আমদানিরও পদক্ষেপ নেওয়া দরকার। আর একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে আঞ্চলিক বিদ্যুৎ গ্রিড। এগুলোর ব্যাপারে প্রতিবেশী মিয়ানমার ও ভারতের সঙ্গে আরও নিবিড় আলোচনা করতে হবে।

এ নাগরিক উদ্যোগটি নেওয়া হয়েছে বাংলাদেশ, নেপাল এবং ভারতের দুটি রাজ্য—রাজস্থান ও পশ্চিমবঙ্গে সমন্বিতভাবে। বাংলাদেশে এ কার্যক্রম পরিচালনা করবে বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা—উন্নয়ন সমন্বয়।

উন্নয়ন সমন্বয়ের চেয়ারম্যান অর্থনীতিবিদ ড. আতিউর রহমান কর্মশালায় সভাপতির বক্তৃতায় বলেন, এ উদ্যোগের অংশ হিসেবে সারা দেশে বিদ্যুৎ খাতের সমস্যা, অব্যবস্থা, দুর্নীতি প্রভৃতি পরিবীক্ষণের জন্য গ্রাহক, ভোক্তা তথা নাগরিক সমাজকে সংগঠিত করা হবে। বিদ্যুৎ খাতের সংস্কার কার্যক্রম যাতে নাগরিক স্বার্থের অনুকূল হয়, সে জন্যও তাঁরা কাজ করবেন।

কর্মশালায় 'বিদ্যুৎ খাত সংস্কার: নাগরিক সমাজের সংগঠনসমূহের ভূমিকা ও দায়িত্ব' শীর্ষক নিবন্ধ উপস্থাপন করেন ভারতের 'কনজুমারস ইউনিটি ট্রাস্ট' (কাটস) ইন্টারন্যাশনালের কর্মকর্তা রাজেশ কুমার। বাংলাদেশের বিদ্যুৎ খাত সংস্কার বিষয়ে নিবন্ধ উপস্থাপন করেন উন্নয়ন সমন্বয়ের কর্মকর্তা তাইফুর রহমান।

বিইআরসি চেয়ারম্যান কর্মশালায় বলেন, কমিশন গঠনের মূল উদ্দেশ্য গ্রাহকদের স্বার্থ সংরক্ষণ। এ ক্ষেত্রে গ্রাহকদেরও অনেক কিছু করার আছে। তিনি সংস্থার বর্তমান অবস্থা ও কর্মকাণ্ড উল্লেখ করে বলেন, বিইআরসি পুরোপুরি কার্যকর হতে আগামী বছর ডিসেম্বর পর্যন্ত সময় লেগে যাবে।

কর্মশালায় সাবেক সচিব কামরুল ইসলাম সিদ্দিক, এনজিও ব্যক্তিত্ব খুশী কবির, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক এ ই কে এস আরেফিন, এনজিও ফাউন্ডেশনের মহাপরিচালক আবু তাহের খান, চট্টগ্রাম প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক শামসুল আলম, ক্যাবের মহাসচিব কাজী ফারুক প্রমুখ বক্তব্য দেন।

ঢাকার বাইরের ১৫টি জেলা থেকে ভোক্তা বা গ্রাহক স্বার্থ সংরক্ষণে কাজ করেন—এমন বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থার প্রতিনিধিরা অংশগ্রহণ করেন। এঁদের মধ্যে খাগড়াছড়ির আবু দাউদ, ভোলার মোবাশ্বিরউল্লাহ, যশোরের নওয়াজেশ মো. মুজিবুদ্দৌলা সরকার, কক্সবাজারের ফজলুল কাদের চৌধুরী, চাঁপাইনবাবগঞ্জের আলতাফ হোসেন, গাইবান্ধার আজিজুর রহমান, বরিশালের রণজিৎ দত্ত, রাজশাহীর জাহান পান্না ও কাজী গিয়াস, কুমিল্লার ডা. আজিজুর রহমান সিদ্দিকী প্রমুখ বক্তব্য দেন।